ইতিহাস ও কার্যাবলী

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনে এজি (সিভিল) নামে সিজিএ কার্যালয় যাত্রা শুরু করে। পূর্বতন এজি (সিভিল) কার্যালয়টি ১৯৮৫ সালে অর্থ বিভাগ এর এক মেমোরেন্ডাম এর মাধ্যমে কন্ট্রোলার জেনারেল অব একাউন্টস, বাংলাদেশ (সিজিএ) নামকরণ করা হয় যার উৎপত্তি ১৯৪৭ সালে একাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিস হতে। সিজিএ অফিস তৈরির ফলে বাংলাদেশে সরকারি হিসাবের বিভাগীয়করণের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় বা বিভাগের উপর অর্পিত হিসাব রাখার দায়িত্বসহ সরকারের জন্য হিসাব প্রস্তুত করার দায়িত্ব থেকে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সিজিএ কার্যালয় সরকারি হিসাব সংকলন এবং একত্রীকরণের জন্য দায়বদ্ধ। সিজিএ কার্যালয় অর্থ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনে স্বাধীনভাবে কাজ করে কিন্তু হিসাবরক্ষণ নীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সিএজি কার্যালয় থেকে সাধারণ নির্দেশনা চাওয়া হয়। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক সংযুক্ত তহবিলের রাজস্ব প্রাপ্তি এবং সরকারি হিসাবের ব্যয় সর্ম্পকিত কেন্দ্রীয় হিসাব পদ্ধতি সংরক্ষণের এবং সরকারের বার্ষিক হিসাব প্রণয়ণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। সিজিএ কার্যালয় বাংলাদেশ সকারের মাসিক হিসাব, আর্থিক ও উপযোজন হিসাব প্রস্তুত করে থাকে এবং সকল বেসামরিক কর্মকর্তা এবং সরকারি সংস্থার দাবি পরিশোধ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রাথমিক হিসাব প্রস্তুত করার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত সকল ডিসিএ কার্যালয়, ডিএএফও কার্যালয় এবং ইউএও কার্যালয়ের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করে থাকে। এছাড়া সিজিএ কার্যালয়ের আওতাধীন সিএএফও কার্যালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালায় ও বিভাগের সকল পরিশোধ এবং হিসাব পরিচালনা করে থাকে। সিজিএ কার্যালয়ের আওতাধীন সকল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়সমূহ সরকারি দাবি পরিশোধের সাথে সাথে হিসাবের যথার্থতা এবং সময়োপযোগীতা নিশ্চিত করে থাকে, অর্থ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী হিসাবের তথ্য ও ডাটা সরবরাহ করে এবং হিসাবের সংগতি সাধন করে থাকে।